চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:১৫.০৪.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রামের উন্নয়নে গণমাধ্যমকে পাশে চান মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রামকে একটি বাসযোগ্য, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও আধুনিক নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে গণমাধ্যমকর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও পরামর্শ কামনা করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, এই শহর শুধু আমার একার নয়, এটি আমাদের সবার শহর। তাই সবাইকে সঙ্গে নিয়েই আমি একটি ক্লিন, গ্রিন, হেলদি ও সেফ সিটি গড়ে তুলতে চাই। বুধবার (১৪ এপ্রিল) সন্ধ্যায় নগরীর কাজীর দেউরী ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে গণমাধ্যমকর্মীদের সম্মানে নৈশ ভোজ ও এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানটি চট্টগ্রামের সাংবাদিকদের এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। সন্ধ্যায় বিভিন্ন গণমাধ্যমের কর্মীরা সপরিবারে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হন। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন নিজে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান। অনুষ্ঠানে অসময় ব্যান্ড ও চসিকের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের গান ও নাচের বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে।মেয়র বলেন, গত ১৬ মাসে সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করেছে এবং সেই ধারাবাহিকতায় নতুন বছরেও বেশ কিছু পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। নগরবাসীর মতামত, সমালোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম আরও গতিশীল করা সম্ভব।তিনি আরও বলেন, আপনারা আমাদের কাজের ভুল ধরিয়ে দেবেন, সমালোচনা করবেন, এভাবেই আমরা এগিয়ে যেতে চাই।বর্জ্য থেকে সম্পদ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা নিয়ে মেয়র জানান, নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক করতে দুইটি ল্যান্ডফিল থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই চলছে। এছাড়া একটি ল্যান্ডফিল থেকে ১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ল্যান্ডফিলগুলোকে পরিবেশবান্ধব ও টেকসইভাবে উন্নয়ন করা হবে।জলাবদ্ধতা সমস্যার বিষয়ে মেয়র বলেন, গত বছর আমরা ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ জলাবদ্ধতা কমাতে পেরেছি। এ বছর খাল ও ড্রেন পরিষ্কারে ৪৫ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ হয়েছে এবং হিজড়া খাল ও জামালখান খালের কাজ চলমান রয়েছে।মেয়র জানান, স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য ‘স্কুল হেলথ স্কিম’ চালু করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে তারা ৫০-৬০ শতাংশ ছাড়ে চিকিৎসা সুবিধা পাবে।এছাড়া শহরের বিভিন্ন মাঠ উন্নয়ন, নতুন খেলার মাঠ তৈরি এবং কিশোরদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে কিশোর গ্যাং ও মাদক সমস্যা মোকাবিলা করা যায়।মেয়র বলেন, নগরজুড়ে নিরাপত্তা জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি স্মার্ট ট্রাফিক সিস্টেম চালুর পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। যানজট নিরসনে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা জরুরি। ‘চট্টগ্রাম অ্যাপ’ চালুর ঘোষণা দিয়ে মেয়র জানান, নগরবাসীর অভিযোগ দ্রুত সমাধানে একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করা হবে, যার মাধ্যমে নাগরিকরা সরাসরি সমস্যার ছবি তুলে পাঠাতে পারবেন। স্বাস্থ্যখাতে মেয়র জানান, ইতোমধ্যে ১০ লাখ শিশুকে বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ক্যান্সার সচেতনতা কর্মসূচি, স্বল্পমূল্যে এনআইসিইউ ও ডায়ালাইসিস সেন্টার চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বন্দর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পুলিশ ও জেলা প্রশাসনসহ সব সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। শেষে মেয়র বলেন, নগর সরকার শক্তিশালী না হলে পরিকল্পিত নগরায়ন সম্ভব নয়। সবাই মিলে কাজ করলে আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর, বাসযোগ্য শহর উপহার দিতে পারব। এতে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহবায়ক ও চট্টগ্রাম ৮ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব এরশাদ উল্লাহ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও চট্টগ্রাম ৯ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব আবু সুফিয়ান, চট্টগ্রাম ১০ আসনের সংসদ সদস্য সাইদ আল নোমান, ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার ডা. রাজিব রঞ্জন, বিসিবি পরিচালক ইসরাফিল খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সিএমপি কমিশনার হাসান মো. শওকত আলী, দৈনিক পূর্বকোণের পরিচালনা সম্পাদক জসিম উদ্দিন চৌধুরী, দৈনিক আজাদীর পরিচালনা সম্পাদক ওয়াহিদ মালেক, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক ড. নসরুল কদির, চট্টগ্রাম রেঞ্জ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি নাজমুল হাসান, সিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ওয়াহিদুল হক চৌধুরী, সিএমপির উপ কমিশনার হোসাইন মোহাম্মদ কবির ভূঁইয়া, এডিসি শামসুজ্জামান, চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা একরামুল করিম চৌধুরী, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহিদুল করিম কচি, সাধারণ সম্পাদক গোলাম মওলা মুরাদ, মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সালেহ নোমান, সিইউজে'র সভাপতি রিয়াজ হায়দার, সাধারণ সম্পাদক সবুর শুভ সহ বিপুল সংখ্যক গণমাধ্যমকর্মী।

চসিক ও সীমান্তবিহীন চিকিৎসক দল (এমএসএফ)-এর মধ্যে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

চট্টগ্রাম নগরীতে ডেঙ্গু প্রতিরোধ, প্রস্তুতি ও মোকাবিলা কার্যক্রম জোরদার করতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক) এবং আন্তর্জাতিক মানবিক চিকিৎসা সংস্থা Mêdecins Sans Frontiéres (সীমান্তবিহীন চিকিৎসক দল/এমএসএফ)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র Dr. Shahadat Hossain, এমএসএফ বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর (দেশীয় পরিচালক) Jason Mills এবং কান্ট্রি চিফ ফর হেলথ (দেশীয় প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা) Dr. Carmenza Galvez। এই সমঝোতার মাধ্যমে ডেঙ্গুজনিত ক্রমবর্ধমান জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবিলায় একটি সমন্বিত ও কার্যকর সহযোগিতামূলক কাঠামো গড়ে তোলা হবে।চট্টগ্রামে ডেঙ্গু বর্তমানে একটি বড় জনস্বাস্থ্য উদ্বেগে পরিণত হয়েছে। সারা বছর সংক্রমণ এবং ঘনঘন প্রাদুর্ভাবের ফলে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার ওপর উল্লেখযোগ্য চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে ২০২৩ সালের ডেঙ্গু মহামারিতে সারা দেশে ১,৭০৫ জনের মৃত্যু পরিস্থিতির গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। প্রাথমিক শনাক্তকরণ, কেস ব্যবস্থাপনা এবং মশা নিয়ন্ত্রণে ঘাটতি এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।এমএসএফ আমস্টারডাম-এর উপ-চিকিৎসা পরিচালক এবং এমএসএফ-ইউকে'র ম্যানসন ইউনিটের পরিচালক Dr. Matthew Coldiron বলেন,"বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ডেঙ্গু একটি জলবায়ু-সংবেদনশীল রোগ। এই প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রামে এমন একটি উদ্ভাবনী অংশীদারিত্ব শুরু করতে পেরে আমরা আনন্দিত। সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ডেঙ্গুর প্রভাব কমিয়ে আনা সম্ভব।"চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র Dr. Shahadat Hossain এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন,"আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগে সীমান্তবিহীন চিকিৎসক দল (এমএসএফ)-কে পাশে পেয়ে আনন্দিত। ডেঙ্গু বর্তমানে নগরবাসীর জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সমন্বিত পরিকল্পনা ও কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে আমরা দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জন করতে পারব বলে আমি বিশ্বাস করি। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।"এই অংশীদারিত্বের আওতায় চসিক ও এমএসএফ একটি ছয়-স্তম্ভভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে। এর মধ্যে রয়েছে—মশা নিয়ন্ত্রণ জোরদার, রোগ শনাক্তকরণের জন্য নজরদারি বৃদ্ধি, জনসচেতনতা বাড়ানো, স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্ষমতা উন্নয়ন, ডেঙ্গু বিষয়ক গবেষণা এবং সচেতনতা ও নীতিগত কার্যক্রম (অ্যাডভোকেসি) জোরদার করা।উল্লেখ্য, Mêdecins Sans Frontiéres (এমএসএফ), যা "সীমান্তবিহীন চিকিৎসক দল" নামে পরিচিত, ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক মানবিক চিকিৎসা সংস্থা। সংস্থাটি সংঘাত, মহামারি, দুর্যোগসহ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত মানুষের জন্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে থাকে।বাংলাদেশে ডেঙ্গুর ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এমএসএফ চট্টগ্রামে একটি বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। Directorate General of Health Services (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর), চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এসব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যাতে একটি টেকসই ও কার্যকর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮